কর্মসংস্থান - দেশের অভিমুখ নির্ধারণের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রশ্ন

অয়নাংশু সরকার

কেন্দ্রীয় শ্রম মন্ত্রক বার্ষিক কর্মসংস্থান সমীক্ষা প্রকাশ করতো। বর্তমানে বার্ষিক কর্মসংস্থান সমীক্ষা আর প্রকাশিত হচ্ছে না। খুব স্বাভাবিকভাবেই কর্মসংস্থান সম্পর্কিত সঠিক তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয়েছে। আসলে এই প্রতিবন্ধকতা সম্পূর্ণভাবে পরিকল্পনামাফিক। কেন্দ্রীয় সরকার তার ব্যর্থতাকে ঢাকতেই এই তথ্য প্রকাশ করতে চায় না। বেকারি ভারতবর্ষের জ্বলন্ত সমস্যায় পর্যবসিত হয়েছে। সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকোনমিক - CMIE রিপোর্টে ভারতে বেকারত্বের হার ৯.২ শতাংশ প্রায়।

সরকারি কোষাগারের টাকা ব্যয় করে বহু বিজ্ঞাপিত কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মসংস্থান প্রকল্প গুলি প্রকৃত অর্থে কোন কাজের সুযোগ তৈরি করতে পারেনি। মেক ইন ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, স্কিল ডেভেলপমেন্ট - ইত্যাদি নানান রকমের প্রকল্পের কথা বলে দেশের তরুণ অংশকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করলেও - আসলে বেকার যৌবনকে প্রতারিত করা হয়েছে। দেশজুড়ে বিপুল শ্রমশক্তি - কিন্তু কাজ নেই, কাজের পরিবেশ নেই। বিপুল পরিমাণ শ্রম শক্তি যে কোন দেশের ক্ষেত্রে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু এই শ্রমশক্তিকে দেশ গড়ার কাজে ব্যবহার করা যাবে কিনা এটাই সব থেকে বড় প্রশ্ন। ১৫-২৯ বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার ৯.৯ শতাংশ, শুধুমাত্র শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে এই হার ১৩.৬ শতাংশ। আবার মহিলাদের মধ্যে বেকারত্বের হার পুরুষদের তুলনায় অনেক অনেক বেশি।

সরকার দেখাচ্ছে আর্থিক বৃদ্ধি হয়েছে দেশের, কিন্তু দেশের আর্থিক বৃদ্ধি কি কর্মপ্রার্থীদের কোন কাজে লাগছে? কর্পোরেটদের চাহিদার সামনে নতজানু হয়ে দেশের মানুষের স্বার্থের সর্বনাশ হচ্ছে, আর বেসরকারি পুঁজি আরও বেশি মুনাফার জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি প্রয়োগ করছে ফলত কাজের সুযোগ আরো কমে যাচ্ছে। ভারতবর্ষে কর্মপ্রার্থীদের গড় বয়স ২৮ বছর। প্রতিশ্রুতি মতো বছরে দু কোটি চাকরি তো অনেক দূরের গল্প, বছরে যে কয়েক লক্ষ চাকরি হচ্ছে এমন কোন নির্ভরযোগ্য তথ্যও পাওয়া যাচ্ছে না। মেক ইন ইন্ডিয়ার নাম করে বলা হয়েছিল ২০২২ সালের মধ্যে দেশের আভ্যন্তরীণ উৎপাদনে ম্যানুফ্যাকচারিং ক্ষেত্রে অবদান ২৫ শতাংশ করে ফেলা হবে। ১০ কোটি কর্মসংস্থান হবে, কিন্তু বাস্তব চিত্র অত্যন্ত হতাশা জনক। থাট অফ ইন্ডিয়ার খতিয়ান দেখা যাচ্ছে কার্যত স্টার্ট আপ কোম্পানিগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা (PMSS) ও প্রধানমন্ত্রী এমপ্লয়মেন্ট জেনারেশন প্রকল্প (PMEGP) ইত্যাদি প্রকল্প চালু করা হয়েছিল। ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা ও পরিষেবা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১০ লাখ টাকা ঋণের ব্যবস্থা করার কথা বলা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে দেখা গেল এই ঋণ প্রকল্পগুলি গ্রহীতাদের পরিবারকে সাময়িক নিরাপত্তা দিতে সমর্থ্য হয়েছে কিন্তু নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারেনি। অর্থনীতিবিদদের মতে বর্তমান অর্থনৈতিক সংকটের সময়ে PMSS, PMEGP নামক প্রকল্প মানুষের পছন্দের জায়গা থেকে নয়, নেহাতই অন্য বিকল্প না থাকার কারণে গ্রহণ করছে। এক ভয়ংকর কর্মহীনতার সময়ে যারা কাজ করছেন, আসলে তাদের কাজ অস্থায়ী। নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে দিন যাপন করতে হচ্ছে। স্থায়ী কাজ না থাকায় টোটো, অটো, অন্যের বাড়িতে গৃহকর্ম,

হকারি প্রভৃতি নিরাপত্তাহীন কাজ বাড়ছে। ছোট ছোট কারখানা যতটুকু আছে সেখানে ঠিকা শ্রমিক হিসেবে স্বল্পমজুরিতে শ্রমকে বেচতে বাধ্য হচ্ছে যৌবন। স্থায়ী শ্রমিকদের পরিবর্তে আজ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি বিভিন্ন ধরনের শ্রমিক নিয়োগ করছে যেমন ঠিকা, চুক্তিভিত্তিক বা শিক্ষানবিশ। দেখা যাচ্ছে স্থায়ী শ্রমিক যারা আছেন তাদের বেতনের মাত্র এক তৃতীয়াংশ খরচ করেই মালিকরা কাজ উঠিয়ে নিচ্ছে। সপ্তম পে কমিশন মাসে মজুরি নির্ধারণ করেছিল ১৮০০০ টাকা। কিন্তু বাস্তব চিত্র খুব ভয়ংকর। ক্যাজুয়াল বা অস্থায়ী কর্মীদের ৫৯% মাসিক মজুরি ৫০০০ টাকার নিচে, চুক্তি শ্রমিকের ৬৬.৭ % মাসিক মজুরি ৭০০০ টাকার নিচে। আসল বাস্তবতা হলো অস্থায়ী চুক্তি ভিত্তিক, ঠিকা শ্রমিকদের সারা বছরের কোন স্থায়ী কাজ নেই।

সরকারি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব শিল্প গুলি বিক্রির ফলে কর্মসংস্থান ব্যাপকভাবে সংকুচিত হয়েছে। ভারতীয় রেলের আলাদাভাবে বাজেট হতো, কর্মসংস্থানের আলাদা চিত্রকে বোঝা যেত। ভারতবর্ষে কর্মসংস্থানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র ছিল ভারতীয় রেল। সরকারি মতে ভারতীয় রেলে শূন্য পদ ৩ লক্ষের বেশি। যদিও সঠিকভাবে তথ্য অনুসন্ধান করলে বোঝা যাবে চিত্রটা আরো অনেক অনেক বেশি। কার্যত ব্যাপক অংশ অস্থায়ী ঠিকা শ্রমিক নিয়োগ করে ভারতীয় রেলের কাজ চলছে। স্থায়ী নিয়োগকে কার্যত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজগুলিতে ব্যাপক সংখ্যক শূন্য পদ রয়েছে। অ্যানুয়াল স্ট্যাটাস অফ এডুকেশন রিপোর্টে শিক্ষক, শিক্ষা কর্মী নিয়োগে ব্যাপক শূন্য পদের কথা চিহ্নিত করা হয়েছে। ব্যাংক, বীমা সহ বিভিন্ন আর্থিক প্রতিষ্ঠান, স্বাস্থ্য কর্মী, অঙ্গনওয়াড়ি, সেনাবাহিনী, আধা সামরিক বাহিনী, রাজ্য পুলিশ, রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে ব্যাপক শূন্য পদ পড়ে থাকলেও তা পূরণের কোনো লক্ষ্য নেই। স্বল্পমজুরিতে, যুব জীবনের শ্রমকে শোষণ করে অস্থায়ী

ভাবে দপ্তর গুলির কাজ পরিচালিত হচ্ছে। দেশজুড়ে কেন্দ্র রাজ্য সরকারি দপ্তর গুলিতে শূন্য পদ পুরনের কোন লক্ষণ নেই। গুজরাটে সরকারি মেডিকেল কলেজের ২৯ শতাংশ পদে কোন নিয়োগ হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক, গ্রন্থাগারীক, করণিক পদে মোট শূন্য পদের ২৫ শতাংশও নিয়োগ হয়নি। ২০১৮-১৯ সালে ভারতীয় রেলে গ্রুপ ডি ক্যাটাগরির জন্য ৬২০০ শূন্যপদ পূরণের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয় - শূন্য পদগুলির জন্য দরখাস্ত জমা পড়ে ২ কোটির বেশি। উত্তরপ্রদেশ সরকার ৪০০ জন গ্রুপ ডি পদের জন্য চাকরির পরীক্ষা নেয়, সেখানে চাকরি প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২৩ লক্ষ। বেকারত্বের যন্ত্রণা যে কি তীব্র তা উপরিউক্ত পরিসংখ্যান থেকে ধরা পড়ে। একদিকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার গুলি পরিকল্পিতভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগকে সংকুচিত করছে, অন্যদিকে চাকরির বাজারে বিপুল সংখ্যক প্রত্যাশীর ভিড়। কাজ না থাকার ফলে অনেক উচ্চ শিক্ষিতরাও অনেক কম শিক্ষাগত যোগ্যতার কাজকর্ম খুঁজতেও বাধ্য হচ্ছেন। উচ্চ শিক্ষিতদের মধ্যে কর্মহীনতার হার ১৫% ছাড়িয়ে গেছে। আইটি সেক্টরের মতন ক্ষেত্রেও চলছে ব্যাপক ছাটাই, কাজের কোন নির্দিষ্ট সময় নেই, স্থায়িত্ব নেই। ছোট ছোট কারখানা গুলিতে কাজের সংকট রয়েছে - শ্রম কোড লাগু হবার ফলে সঠিক মজুরি, কাজের নির্দিষ্ট সময় না থাকা, কাজের নিরাপত্তা না থাকা এই সব কিছুর প্রভাব পড়ছে যুব সমাজের মধ্যে। Mgnrega এর উপর আঘাত করে নতুন নাম দিয়ে গ্রামীণ কাজের উপর পরিকল্পনা মাফিক সংকট তৈরি করা হলো। ভারতের অন্যতম বৃহত্তম ক্ষেত্র কৃষি। সেখানেও বিনিয়োগ কমেছে - কৃষির আধুনিকীকরণ বা সংস্কার নিয়ে সরকারের কার্যকরী পদক্ষেপ কার্যত শূন্য। ক্ষেতমজুরদের কাজ অনেক কমেছে একই সাথে বাজারদর অনুযায়ী মজুরি বৃদ্ধি হয়নি। সারা বছর কাজ না থাকার ফলে দিন মজুরির কাজ যখন যা পাওয়া যায় তাই করতে হয়, কোন দিন কাজ পাওয়া যায় আবার কোনদিন কাজ পাওয়া যায়না। আবার বেশ কিছু ক্ষেত্রে সংকটময় পরিস্থিতিতে নিজের পরিবার পরিজন ছেড়ে স্বল্প মজুরিতে এক রাজ্য থেকে আরেক রাজ্যে কাজে যাচ্ছে বেকার যৌবন। অর্থাৎ সর্ব ক্ষেত্রে কাজের উপর সংকট। গিগ অর্থনীতির কর্মীদের জীবন ও ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে উঠছে। উৎপাদনমুখী শিল্প ও কর্মসংস্থানমুখী অর্থনীতি থেকে সরে এসে ফাটকা অর্থনীতির দিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। বিপুল ঋণ নিয়ে জল্পনা কল্পনার ব্যবসা বাড়ছে। প্রযুক্তির উন্নয়ন - অটোমেশন, ডিজিটাল প্রযুক্তি ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা মানুষের শ্রমকে মুক্ত করার বদলে অনেক ক্ষেত্রেই কর্মসংস্থানের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে অথচ এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সুফল সমাজের বৃহত্তম অংশের কাছে পৌঁছানোর বদলে কয়েকটি বড় কর্পোরেট সংস্থার হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ছে।

সরকারি খাতে নিয়োগের সুযোগ হ্রাস, রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের বিক্রি, কৃষি খাতে বিনিয়োগের অভাব, ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের সংকোচন এই সব কিছুই বেকারত্বের বৃদ্ধি ঘটাচ্ছে। এটা মনে রাখা দরকার বৃহৎ জনসংখ্যার কারণে আমাদের মতো দেশের আভ্যন্তরীণ বাজার বিশাল। কিন্তু সমস্যাটা হলো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের ক্রয় ক্ষমতা কম। দেশের ৫৫ শতাংশ মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৃষি ব্যবস্থার সাথে যুক্ত অথচ ভারতের কৃষকরা আজ অস্তিত্বের সংকটে ভুগছেন। প্রয়োজন জমি বন্টন, আমূল ভূমি সংস্কার, কৃষি কাজের খরচ ও কৃষি পণ্যের বিপণনে সরকারের অধিকরতর দায় বৃদ্ধি এবং সুসংহত কৃষি নীতির রূপায়ণ। ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্প কে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদার উপর নির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। শুধুমাত্র রপ্তানি নির্ভর কর্পোরেট পুঁজির মৃগয়া ক্ষেত্র হিসেবে নয়। ক্ষুদ্র ও মধ্য শিল্প উদ্যোগদের নিয়ে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ প্রয়োজন। কর্পোরেটদের ছাড় দেওয়া নয়, প্রকৃত অর্থে স্বনির্ভরতার ওপর জোর দিতে হবে। বাজার নির্ভর অর্থনীতি কখনো কর্মসংস্থানের অগ্রগতি ঘটাতে পারবে না।

অভিজ্ঞতায় দেখা যায় ১০০ দিনের কাজ কর্মশক্তিকে কাজে লাগাতে পেরেছিল। কিন্তু আজ কার্যত ১০০ দিনের কাজের উপর আক্রমণ। এই সময়ের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে উদারীকরণ বেসরকারীকরণ আমাদের অর্থনীতিকে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অর্থনীতির এই বিপর্যয়কর অবস্থার মোকাবিলায় জরুরি প্রয়োজন হচ্ছে মানুষের কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধি করা। ভারতে আজ যুবশক্তির প্রাচুর্য। অদূর ভবিষ্যতে ভারতের শ্রমশক্তির আয়তন হয়ে দাঁড়াবে প্রায় ৯০ কোটি। এই পরিমাণ শ্রমশক্তি যেকোনো দেশের ক্ষেত্রে এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র।

কর্মসংস্থানের দাবিতে আন্দোলনের সময় আমাদের মনে রাখতেই হবে ক্রমবর্ধমান বেকারি আসলে পুঁজিবাদেরই সৃষ্টি, তারই সংকটের ফলাফল। কর্মসংস্থানের সমস্যা শুধুমাত্র কাজের আকালের সমস্যা না, শিক্ষা ক্ষেত্রেও এর গুরুতর প্রভাব পড়ছে। কর্মসংস্থানের ভবিষ্যৎ যত খারাপ হচ্ছে, শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র সংখ্যা ততই কমছে। কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে আসন সংখ্যা ফাঁকা থাকছে। বেকারত্বের তীব্র যন্ত্রণাকে ব্যবহার করে যুব সমাজকে বিপথগামী করার চক্রান্ত জারি আছে। পৃথিবীব্যাপী চিরকাল বেকারত্ব ও হতাশায় ডুবে থাকা তরুণদের ব্যবহার করে অতি দক্ষিণপন্থী শক্তি। এই যুব অংশের যন্ত্রণা কে ব্যবহার করেই ঘৃণা ছড়ানো, জাতিবিদ্বেষের আগুন জ্বালাতে চায় অতি দক্ষিণপন্থী শক্তি। আজকের নয়া ফ্যাসিবাদী শক্তি যুব সমাজের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা, উগ্র জাতীয়তাবাদ, সংকীর্ণ মানসিকতা গড়ে তুলতে চায়।

তাই আজকের পরিবেশ পরিস্থিতিতে যুবসমাজকে চিন্তা চেতনায় যুক্তিবোধে অগ্রবর্তী হতে হবে। গ্রাম শহরের যুবসমাজকে সাহসী অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। সব অংশের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে উদারীকরণ বেসরকারিকরণ এর বিরুদ্ধে আন্দোলনে অবতীর্ণ হতে হবে। অবতীর্ণ হতে হবে পুঁজিবাদ - সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে। কর্মসংস্থানের প্রশ্ন শুধু মাত্র একটি কাজ পাওয়ার প্রশ্ন নয়, দেশের অভিমুখ নির্ধারণের অন্যতম কেন্দ্রীয় প্রশ্ন। যে রাজনীতি সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের স্বার্থের কথা বলে, যে রাজনীতি স্বনির্ভর অর্থনীতির কথা বলে সেই রাজনীতিই পারবে দেশের কর্মক্ষম মানুষদের হাতে কাজ তুলে দিতে। সেই রাজনীতি একমাত্র বিকল্প। সেই পথেই যুবসমাজ সহ সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে আন্দোলন গড়ে তোলার পথ প্রশস্ত করতে হবে।